দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

নকলের অভিযোগে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ৫৫ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি

॥ বরিশাল অফিস ॥

এ বছর অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের অভিযোগে ৫৫ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেয়া হয়েছে। ওএমআর কেলেংকারীর ঘটনায় এক প্রধান শিক্ষকের শাস্তি বহাল রাখা হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ হাসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে শৃংখলা কমিটির সভায় বাউফল, লালমোহন ও ঝালকাঠীর বিনয়কাঠী কেন্দ্রের ৩ পরীক্ষার্থীকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বহিষ্কার করা হয়। বাউফল, বরগুনা, বেতাগী, শিকারপুর, বরিশাল, লালমোহন ও চরফ্যাশনের ১১ পরীক্ষার্থীকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এবং ৪১ পরীক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। এ বছর অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় গলাচিপা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব শাহ আলমের ওএমআর (উত্তর পত্রে কতার) কেলেংকোরীর ঘটনায় তাকে ৫ বছরের জন্য বোর্ডের সকল কর্মকাণ্ড থেকে বহিষ্কার করা হয়। শাহ আলম ঐ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে। পরে তিনি ঐ আপীল প্রত্যাহার করে বোর্ড চেয়ারম্যানের নিকট শাস্তি মওকুফের আবেদন জানান। একই সভায় তার আবেদনের বিষয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পর তা বলবৎ রাখা হয়। বোর্ড সূত্র জানায়, কোর্টে মামলা পরিচালনা করতে ইতিমধ্যে বোর্ডের লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে।

উল্লেখ্য এ বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় গলাচিপা কেন্দ্রের দায়িত্ব পালনকালে ঐ প্রধান শিক্ষক এক শিক্ষার্থীর ওএমআর পরিবর্তন করেন। তা ধরার পর বোর্ড থেকে তাকে ৫ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়।